মাগুরা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম ইত্যাদি জেলার দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থা, তথ্যের যথার্থতা যাচাই, কারণ এবং করণীয় সম্পর্কীয় প্রতিবেদন

ড. তাপস কুমার বিশ্বাস
কামরুন্নাহার
মুহাম্মদ রিজভীয়া কবির

গত ১০ বছরে বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাস করনের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় দারিদ্র্য বিমোচনের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তা বাংলাদেশ নির্দিষ্ট সময়ের ৩ বছর পূর্বেই অর্জন করেছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৮.৮ ভাগ যা ২০১৫ সালে অর্ধেকে নামিয়ে আনার কথা ছিল। এ লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ ২০১২ সালেই অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্র্যের শতকরা হার ২০১০ সালে ৩১.৫ থেকে ২০১৬ সালে ২৪.৩ এ নেমে এসেছে। অনুরূপভাবে অতিদরিদ্রের শতকরা হার ২০১০ সালে ১৭.৬ থেকে ২০১৬ সালে ১২.৯ এ নেমে এসেছে। অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অত্যন্ত সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালের খানা আয় ব্যয় জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের কিছু কিছু জেলা যেমন: মাগুরা, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম ইত্যাদি জেলার ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে দারিদ্র্যের হার কমেনি বরং উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিশ্ব ব্যাংক ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে ২০১০ ও ২০১৬ সালের দারিদ্র্যের হার নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

সারণি-১: জেলাভিত্তিক দরিদ্র ও অতিদরিদ্রের শতকরা হার

জেলা	২০১০		২০১৬
	অতিদরিদ্র	দরিদ্র	দরিদ্র
মাগুরা	২৫.৯	৪৫.৪	৫৬.৭
দিনাজপুর	২১.৩	৩৭.৯	৬৪.৩
কুড়িগ্রাম	৪৪.৩	৬৩.৭	৭০.৮
ঠাকুরগাঁও	১৩.৮	২৭.০	২৩.৪

এ বিষয়টি পিকেএসএফ এর পরিচালনা পর্ষদের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত জেলাগুলোতে দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখা, তথ্যের যথার্থতা যাচাই ও বাস্তব অবস্থা অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ এর গবেষণা বিভাগ থেকে

পরিচালক (গবেষণা)সহ মোট ৩ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গত ২২-২৬ এপ্রিল, ২০১৯ সালে কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং মাগুরা জেলার জেলা পরিসংখ্যান ও সদর উপজেলার পরিসংখ্যান অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ ও পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা যথাক্রমে আরডিআরএস বাংলাদেশ, মহিলা বহুমূখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে), ইকো সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন (ইএসডিও) ও অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই) অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে দারিদ্র্য পরিস্থিতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার সারাংশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

দলীয় আলোচনায় সকলেই মনে করেন যে উক্ত জেলাগুলোতে ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে দারিদ্র্যের হার বাড়েনি বরং কমেছে। দারিদ্র্যের হার কমার কারণ হিসেবে তাঁরা, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করেন:

১. কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া
২. মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া
৩. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া
৪. শ্রমিকের মজুরি ২০১০ সালে ছিল গড়ে ১৫০-২০০ টাকা। এখন এ জেলাগুলোতে শ্রমিকের মজুরি গড়ে ৩০০-৪০০ টাকা
৫. মানুষের বাড়িঘরের অবস্থার উন্নতি হওয়া
৬. অধিকাংশ পরিবারগুলো এখন ৩ বেলা পেটভরে খেতে পারছে
৭. ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাওয়া
৮. ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটা
৯. কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া
১০. নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি কৃষিকাজ ও ব্যবসায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া

২০১০ থেকে ২০১৬ এর মধ্যে কুড়িগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য জেলায় বড় ধরনের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়নি। ২০১৬ সালে দিনাজপুর জেলায় মাজরা পোকার আক্রমনের কারনে ফসলের কিছু ক্ষতি হয়েছিল। ২০১৩ সালে মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলায় জলাবদ্ধতার কারনে ফসলের সামান্য ক্ষতি হয়েছিল। এছাড়া ২০১৭ সালে মাগুরা ব্যতীত দিনাজপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় বন্যা হয়েছিল কিন্তু তার প্রভাব ২০১৬ সালের দারিদ্র্যের হারের উপর পরেনি।

এমতবস্থায় উল্লেখিত জেলাগুলোতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পাওয়ার তথ্যটি সঠিকবলে প্রতীয়মান হয় নি।

অতঃপর সংশ্লিষ্ট জেলায় দলীয় আলোচনা চলাকালে সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে উল্লিখিত জেলাগুলোর আওতাধীন গ্রাম ও শহর উভয় স্থানের দারিদ্র্যের অবস্থা অনুধাবন করতে বলা হয়। তারপর দারিদ্র্যের সংজ্ঞাটি সহজভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। প্রতি ১০০টি খানার মধ্যে গড়ে কতটি খানা দরিদ্র ও অতিদরিদ্র হতে পারে এ বিষয়ে অনুধাবন করতে বলা হয়। অতঃপর তাঁরা একটি অনুমিত দারিদ্র্যের হার উল্লেখ করে যা নিম্নের সারণিতে প্রদান করা হলো:

সারণি-২: দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে অনুমিত দারিদ্র্যের হার

জেলার নাম	**দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী**	**অতিদরিদ্র (%)**	**দরিদ্র (%)**
মাগুরা	বিবিএস কর্মকর্তাবৃন্দ	২০-২২	৩৫
	এডিআই-এর কর্মকর্তাবৃন্দ	১৫-২০	৩০
দিনাজপুর	বিবিএস কর্মকর্তাবৃন্দ	১৫-২০	৩০-৩৫
	এমবিএসকে-এর কর্মকর্তাবৃন্দ	১০-১২	২০-২৫
কুড়িগ্রাম	আরডিআরএস-এর কর্মকর্তাবৃন্দ	২৫	৪০

উপরোক্ত সারণি-২ থেকে প্রতীয়মান হয় সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে দারিদ্র্যের হার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রাথমিকভাবে প্রকাশিত ২০১৬ সালের 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ' এর চেয়ে কম এবং এ তথ্যের সাথে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণও একমত পোষণ করেন।

তবে উক্ত জেলাগুলোতে ২০১০ সালের তুলনায় দারিদ্র্যের হার কমলেও তারা বিশ্বাস করেন অন্যান্য জেলার তুলনায় তাদের জেলার দারিদ্র্যের হার বেশি। এর কারণ হিসেবে কুড়িগ্রাম জেলায় প্রতিবছর নদীভাঙন, চরাঞ্চল হওয়ায় সকল ফসল উৎপাদিত না হওয়া, জেলা শহরের সাথে চরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকা, কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকা, অন্য জেলায় গিয়ে কাজ করতে অনাগ্রহ ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ-Practical Action কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রিজম প্রজেক্ট এর আওতায় কুড়িগ্রাম জেলায় যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে Job linkage করে দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়ী থেকে দূরে গিয়ে কাজ করতে হবে বিধায় অনেকেই অংশগ্রহণ করেনি। অতীতে এ এলাকায় বিরোধী দলের সংসদ সদস্য ছিল বিধায় কুড়িগ্রাম জেলার উন্নয়নে তেমন কোন সুযোগ সুবিধা আদায় করতে পারেনি। এছাড়া সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ এ জেলায় এসে থাকতে চায়না। অন্যত্র বদলী হয়ে চলে যেতে চায়। ফলে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রভাব এ অঞ্চলে তেমন পড়েনি বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

এছাড়া পরিসংখ্যান ব্যুরো মূলত পিএসইউ-এর (PSU(Primary Sampling Unit)) ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ২০১০ সালে যে সকল পিএসইউতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল ২০১৬ সালে ভিন্ন পিএসইউ হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কুড়িগ্রাম জেলার পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মনে করেন ২০১৬ সালে যে সকল পিএসইউতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তার প্রায় অর্ধেক পিএসইউ কুড়িগ্রামের চর অঞ্চলগুলোতে পড়েছে। দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাওয়ার পেছনে এটাও একটা কারণ হিসেবে অংশগ্রহণকারীগণ বিশ্বাস করেন। তারা মনে করেন ২০১৬ সালে অপেক্ষাকৃত গরীব অঞ্চলগুলো পিএসইউতে নেয়া হয়েছে। ফলে দারিদ্র্যের হার ২০১০ এর তুলনায় ২০১৬ এ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে সকল তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ দেয়া হয় তার প্রায় অর্ধেক তথ্য সংগ্রহকারী রাজনৈতিকভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহকারীগণ যথাযথভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন না। ফলে তথ্যের গুণগত মান বজায় থাকেনা। তাছাড়া, অনেকের মতে কুড়িগ্রাম জেলার সাধারণ জনগণের মধ্যে তথ্য লুকানোর প্রবনতা একটু বেশি। তাদের ধারনা ব্যক্তিগত সম্পদের তথ্য কম দেখালে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় সরকারী ভাতাসমূহ পেতে সুবিধা হবে। কুড়িগ্রামের মানুষদের রিলিফ নেয়ার প্রবনতাও বেশি। যেমন: একই লোকের এনআইডি (NID) কার্ডের একাধিক কপি ব্যবহার করে বিভিন্ন স্থান থেকে রিলিফ নেয়ার প্রবনতার কথা অনেকে উল্লেখ করেন। এছাড়া স্থানীয় লোকজন একই সময়ে একাধিক এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু এ সকল ঋণ আয়বর্ধনমূলক কাজে না লাগিয়ে বাড়িঘর নির্মাণ, মেয়ের বিয়ে দেওয়া, ঘরের আসবাবপত্র কেনা, চিকিৎসার জন্য খরচ ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে গরীব লোকজন ঋণের ফাদে পড়ে গিয়ে অধিকতর ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে। অনেকক্ষেত্রে ঋণের টাকা আয়বর্ধক কাজে (কৃষিকাজ) লাগিয়েও যখন কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য হতে কৃষক বঞ্চিত হয় সেক্ষেত্রে ও কৃষক ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

পরিশেষে দলীয় আলোচনায় এলাকার উন্নয়নে কিছু সুপারিশ করা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম ও মাগুরা মূলত কৃষিনির্ভরশীল অঞ্চল। উক্ত অঞ্চলগুলোর উন্নতি করতে হলে প্রথমেই কৃষিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উক্ত জেলাগুলোতে যে সকল কৃষি পণ্য উৎপাদিত হয় সেগুলো সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে পণ্যের হারভেস্টকালীন সময়ে সরকার কর্তৃক ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করলে কৃষক উপকৃত হবে। উদাহরণস্বরূপ দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ বলেন মার্চ মাসে কৃষকের গম বিক্রি হয়ে গেছে। অথচ সরকার এপ্রিল মাসে গম কিনছেন। পণ্যের হারভেস্টকালীন মৌসুমে মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকের কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে পণ্য কিনে মজুত করে রাখে। পরবর্তীতে কিছুদিন পর বেশিদামে

সরকারের কাছে বিক্রি করে। ফলে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য হতে কৃষক বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক কোল্ড স্টোরেজ তৈরির প্রতি তারা গুরুত্বারোপ করেন। কুড়িগ্রাম ব্যতীত অন্য এলাকায় প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলেও কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় কৃষক গরীব হয়ে যাচ্ছে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

২. দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম অঞ্চলে অনেক ভুট্টা হয়। তাই উক্ত এলাকায় ভুট্টা দিয়ে তৈরি খাবারের ছোট ছোট ফ্যাক্টরি তৈরি করা যেতে পারে। যেখানে স্থানীয় সাধারণ জনগণ কাজ করে নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে মৌসুমিভিত্তিক কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরন ফ্যাক্টরি (Food Processing Factory) তৈরি করলে একদিকে কৃষিপণ্যের যথার্থ ব্যবহার হবে অন্যদিকে স্থানীয় সাধারণ জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৩. জেলার সাথে উপজেলা শহরগুলোর যোগাযোগ বা যাতায়াত ব্যবস্থা আরো উন্নতি করা যাতে করে সহজেই পচনশীল কৃষিপণ্য জেলা শহরে আনা যায় এবং জেলা শহর থেকে ঢাকায় এনে বিক্রি করা যায়।

৪. উল্লিখিত জেলাগুলোতে কোন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি নেই। তাই এলাকার সাধারণ জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তৈরি করা যেতে পারে।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা খাতের আওতায় যে সকল ভাতা প্রদান করা হয় সেসকল ভাতা যেন যথাযথ দরিদ্র লোকজন পায় সেদিকে সরকারি পরিবীক্ষণ বাড়াতে হবে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দরিদ্র লোকজন এ সকল ভাতা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছের লোকজন দরিদ্র না হয়েও এ সকল সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন।

৬. এলাকার শিক্ষিত যুবক ও যুবতীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ (গরু মোটাতাজাকরণ, সেলাই, বিউটি পার্লার, হস্তশিল্প, ম্যাট তৈরি ইত্যাদি) দেয়া যেতে পারে।

৭. কুড়িগ্রাম জেলায় প্রতিবছর বন্যার কারণে গরীব লোকজনের সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য তাদের বসতবাড়ির ভিটা উচুঁ করে দেয়া যেতে পারে।

৮. মাগুরা জেলা হতে ঢাকায় পচনশীল কৃষিপণ্য (বিভিন্ন সবজি, ফলমূল) পরিবহনের ক্ষেত্রে ঢাকা পাটুরিয়া ফেরিঘাটে ফেরি নষ্ট হয়ে যাওয়া, অতিবৃষ্টির ফলে ফেরিঘাটের রাস্তা ডুবে যাওয়া ইত্যাদি কারণে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ফলে কৃষিপণ্য অনেকক্ষেত্রে রাস্তায় নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে পচনশীলদ্রব্য পণ্যবাহী ট্রাকসমূহকে ফেরি পারাপারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

এ প্রতিবেদনটি বর্ণনামূলক (Qualitative) তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে। দারিদ্র্যের প্রকৃতহার সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো যে সকল পিএসইউ (PSU(Primary Sampling Unit)) হতে তথ্য সংগ্রহ করেছে সেসকল পিএসইউগুলোতে পুনরায় সরাসরি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে নির্ণয় করা যেতে পারে।